

নতুন চিঠি

২২ ডিসেম্বর, ২০২৫

সংস্কৃতিকর্মীর দায়িত্ব

২০২৪ সালের আগস্ট অভ্যুত্থানের অন্যতম পরিচিত মুখ ওসমান হাদির ওপর আততায়ীর হানা ও তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে তা যথেষ্ট আশঙ্কার বিষয়। দীপু দাস নামে এক সংখ্যালঘু শ্রমিককে প্রকাশ্যে ফাঁসি দিয়ে তার দেহ পুড়িয়েছে ধর্মোন্মত্তরা। রাখঢাক না করে ভারতবিদ্বেষী মন্তব্য করা হয়েছে—ভারতীয় হাইকমিশনের ওপর হামলা হয়েছে। ‘ছায়ানট’, ‘উদীচী’-র মতো ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতিকেন্দ্রের অফিসকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছে দক্ষুতীরা। হামলা চালিয়েছে ‘প্রথম আলো’, ‘ডেইলি স্টার’ নামের সে দেশের সেরা সংবাদপত্রের অফিসে। যেটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, এই অরাজকতা বাড়তে শুরু করেছে ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে নির্বাচন হবার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর থেকে। হাদির মৃত্যু স্মুলিপ্সকে দাবানলে পরিণত করেছে এই যা।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস ও রাজনীতি ঘাঁটলে যেটা স্পষ্ট হয় তা হলো, দেশটিতে মুক্তিযুদ্ধের উচ্চ মানবিক সাংস্কৃতিক আদর্শ অবহেলিত হচ্ছে শুধু নয়, মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে। মুক্তিযুদ্ধের সেনানীদের ওপর আগ্রাসন নামানো হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানকে খলনায়ক বানিয়ে অত্যাচারী রাজাকারদের সম্মানবৃদ্ধি করা হচ্ছে। রবীন্দ্র-নজরুলের আদর্শ ভুলুঠিত হচ্ছে, এমনকী বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে ‘আমার সোনার বাংলা’ কেন গাওয়া হবে, এসব অবাস্তব প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। বাউল-ফকিরের মিলনের গান, রবীন্দ্র-নজরুলের সম্প্রীতির বার্তা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে ধর্মকে করে তোলা হচ্ছে আত্মপরিচয়ের প্রধান উপাদান। এই মৌলবাদী চক্রান্তের ফলে প্রতিবেশী দেশে বেড়েই চলেছে সংখ্যালঘুপিড়ন।

কোনো দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো যত দুর্বল হয়, নৈরাজ্য তত বাড়তে থাকে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তত মাথাচাড়া দেয়। এই আবহে ঘৃণা, বিদ্বেষ লাগামছাড়া হয়, বিস্ফোরিত হয় অবদমিত প্রতিশোধম্পৃহা। হিংসার আগুন সম্প্রদায় চেনে না, তাই পুড়ে মরতে হয় সাত বছরের নিষ্পাপ শিশু আয়েশা আক্তারকে। একবছর আগে আগস্টে ছাত্ররা যে আন্দোলন শুরু করে তার রাশ মৌলবাদীদের হাতে যেতেই বাংলাদেশে বিষফল ফলতে শুরু করে। যেটা আরো বেশি উদ্বেগের, ময়মনসিংহে সহনগারিকের ওপর নৃশংস অত্যাচারে বিচলিত নয়, উল্লসিত লাগছিল উপস্থিত জনতাকে। এমনই সুতীর মগজখোলাই যে, তারা মোবাইলে মধ্যযুগীয় বর্বরতার ছবি তুলতে ব্যস্ত ছিল। মব-এর ‘দানব’-এ পরিণত হওয়ার একটি কারণ যদি হয় রাষ্ট্রের ঔদাসীন্য, অন্যটি নিশ্চয়ই সুস্থ সংস্কৃতির অভাব। মৌলবাদ মানবতার শত্রু—কেউ পয়গম্বরের নাম করে ভিন্নধর্মাবলম্বীদের আক্রমণ করলে অন্যত্র কেউ রামের নাম করে তা করে। মানবতাবাদই তাই হোক শেষ আশ্রয়, তবেই ভালোবাসা পরাস্ত করতে পারবে বিদ্বেষকে। মানুষের চেতনায় এ বোধ গেঁথে দেবার দায়িত্ব সংস্কৃতি কর্মীদের। আশার কথা, মৌলবাদকে সর্বশক্তি দিয়ে রোখার শপথ নিয়ে পথে নেমেছে বাংলাদেশের সংস্কৃতি কর্মীরা। এখানেও নামতে হবে, কেননা মৌলবাদ মিথোজীবী—এক মৌলবাদ অন্য মৌলবাদকে আশ্রয় করেই টিকে থাকে।

সংগঠক নিরুপম সেন

অমল হালদার

২৪ ডিসেম্বর নিরুপম সেন-এর
প্রাণ দিবসে বিশেষ রচনা

নিজে রাতে উদয় সরকারকে দেবীবরপুর গ্রামে গিয়ে সবটা রিপোর্ট করি। দেবীবরপুর গ্রামেই তখন উদয় সরকার, বিমল পাল সহ অনেকগুলি ছাত্র কমরেড, সনাতন ঘোষের বাইরের ঘরে



রায়নার বৈঠারী গ্রামের একটি সভা থেকে তিনি সারাক্ষণের কর্মী হিসাবে দায়িত্ব দেন এবং ৫০ টাকা ভাতা দেবার সিদ্ধান্ত হয়। সেই সময় তিনি রায়নার দায়িত্বে ছিলেন। আজও মনে পড়ে ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পর আগস্ট মাসে রায়না থানার ক্ষেততা গ্রামে অনেকটা জলকাদার রাস্তা পেরিয়ে সভায় উপস্থিত হয়ে লোকসভায় এ. কে গোপালনের জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ভাষণের অনুলিপি সভায় পাঠ করে শোনান। তৎকালীন সময়ে জরুরি অবস্থার তীব্র আক্রমণের চেহারা দেখে সভায় সকলকে সতর্ক করেন ও পুনরায় সংসদীয় ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেন। আজও মনে পড়ছে যে কথাগুলি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতারা উল্লেখ করে গেছেন, তাকে সামনে রেখে ব্যাখ্যা করেন যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পতাকা আজ ভুলুঠিত, দেশের শ্রমিক শ্রেণিকে এই পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরার সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।

সভায় সব থেকে বয়সে ছোট ছিলাম, আমিও তখন আত্মগোপনে, নিরুপমদা খুব সহজভাবে বললেন, অমল আত্মগোপনেই জীবনটা কাটাতে হবে, বাইরের জগতের কাছে মেলামেশার সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে। তাই গ্রেপ্তার এড়িয়ে সতর্কতার সাথে চলার মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। সবটা শুনে একটা বিপ্লবী বিপ্লবী ভাব

থাকতেন। সারা রাত ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা, প্রত্যেকের মধ্যে এক অভূত অনুভূতি সেদিন লক্ষ করেছিলাম।

পরবর্তীতে পুলিশের তৎপরতা বাড়লো, আমরা অনেক বেশি সতর্ক হলাম। ’৭৬ সালটা যেন মনে হয় খুবই কঠিন ছিল, সূর্য যেন ডুবতে চাইতো না, একটু অন্ধকারের প্রত্যাশায় থাকতাম। এরই মাঝে গোপনে কিছু পুস্তিকা নিরুপমদা পাঠাতেন। গণশক্তিতে কিছুই পেতাম না, সবই সেন্সর বোর্ডের কাঁচি চালানো, তাই বিকল্প ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ ছিল বেশি। জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে জরুরি

অবস্থার বিরুদ্ধে কিছু আন্দোলনের সংবাদ শুনেতে পাচ্ছি। আরও বিশদ তথ্য নিয়ে নিরুপম সেন একলক্ষীর কাছে রামপুরে প্রয়াত আনন্দ ধারকের বাড়িতে একটি সভায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলেন। সেদিন মনে হলো কখনো কখনো কালো মেঘ এসে আকাশের চাঁদকে ঢেকে দেয়, মেঘ সরে যেতেই আবার চাঁদের আলো সব কিছুকে উজ্জ্বল করে দেয়। উজ্জ্বল আলোর স্বপ্ন দেখতে দেখতেই লোকসভার ভোটের সাফল্যে আধা ফ্যাসিস্ট আক্রমণের ঝাঁক থেকে কিছুটা পরিত্রাণ পাওয়া গেল। পরবর্তীতে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর নির্বাচনে ঘেষিত ইন্তেহার অনুযায়ী ভূমিসংস্কার, পঞ্চায়েত নির্বাচন সহ বহু কর্মসূচি রূপায়ণ শুরু হলো। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সরকারের শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা সভা শুরু হলো। কয়েক মাস অন্তর এই সভাগুলিতে নীতি রূপায়ণ সম্পর্কে সাধারণ সভায় ব্যাখ্যা করতেন নিরুপম সেন। সেই সময়েই ছাত্র-যুব কর্মীদের প্রচুর রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির হতো, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিক্ষক ছিলেন তিনি। ছাত্র-যুব কর্মীদের পড়াশুনার প্রতি খুব নজর দিতেন। আমাদের পড়াশুনার জন্য নির্দিষ্ট সিলেবাস তৈরি করে দিতেন। আজও মনে পড়ে আটের দশকের শুরুতে জেলা

কমিটির সদস্য হবার পর আমাদের কয়েকজনের উপর পাটি ক্লাসের দায়িত্ব দেওয়া হলো। অরিন্দম কোণ্ডার, অচিন্ত্য মল্লিক ও আমার উপর এই দায়িত্ব পড়ার পর প্রথমদিকে খুবই ভয় করত। সভায় আলোচনার উপর কেউ কেউ বললেন, এতটা চাপ নিতে কি পারবে? নিরুপমদার সপাতে জবাব ছিল “পুকুরে ঠেলে দিলে জল খেতে খেতেও সাঁতার শিখবে।” শুধু দায়িত্ব দেওয়া নয়, অচিন্ত্য ও আমাকে নোট তৈরি, অন্যান্য পড়ার বই কার্যত স্পেশাল কোচিং করে তৈরি হতে সাহায্য করলেন। পরবর্তীকালে দর্শন, অর্থনীতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে মূলতঃ আমাদের দুজনকে —এরপর তিনের পাতায়

স্টালিন অপ্রতিরোধ্য, শোষক ও সাম্রাজ্যবাদীদের মৃত্যুভয়

দিনেশ ঝা



স্টালিন ওই বাড়ির একতলে আমাকে নিয়ে গেলেন। উনি বললেন, উপরতলায় আমার গুরু লেনিন থাকতেন। আমি তা ব্যবহার করি না, একটি মিউজিয়াম করা হয়েছে। নীচতলায় তিন কামরায় একটি আমি ও আমার স্ত্রী থাকি, আর একটি কামরায় থাকে আমার মেয়ে ও আর একটি কামরা হলো আমার কর্মরেডদের বৈঠকখানা। চার্লিল লিখছেন— আমি জোর ধাক্কা

খেলাম। মহান রুশের মহান একনায়ক মাত্র তিন কামরার একটি ফ্ল্যাটে থাকেন, তার মধ্যে একটি মাত্র কামরাই তাঁর এবং তার স্ত্রীর জন্য। এরপর স্টালিন আমার কাছে কিছুক্ষণ ছুটি চাইলেন। বললেন, আপনার জন্য রান্না করতে হবে। আমি প্রশ্ন করলাম, আপনার কি কোনো রাঁধুনি নেই! স্টালিন বললেন, না, আমি এবং আমার স্ত্রী দুজনে রান্না করি।

মহান রুশের মহান একনায়ক নিজে রান্না করেন! চার্লিল লিখছেন, আমি বললাম—ভালো কথা, আজ আপনার স্ত্রী একাই রান্না করুন, আপনি আমার সাথে কথা বলুন। তখনও আমার হয়রান হওয়া বাকি ছিল। স্টালিন বললেন, আমি অপারগ, উনি বাড়িতে নেই। স্টালিন কারখানায় গেছেন। উনি একটি কাপড় মিলে কাজ করেন, ৫টায়

ছুটি হবে তারপর বাড়ি আসবেন। এটা শুনেই আমি চিতপাত হয়ে যাই। গ্রেট ডিক্টেটরের স্ত্রী একটি কারখানায় কাজ করেন!

এর সঙ্গে যোগ করছি স্টালিন যখন মারা যান, তখন তাঁর সম্পত্তি ছিল— এক জোড়া জুতো, দুটি মিলিট্রি ড্রেস, ব্যাক অ্যাকাউন্টে—৯০০ রুবল।

কেনেথ নীল ক্যামরুন লিখছেন—সর্বহারা শ্রেণির জন্য স্টালিন যা করেছেন তা যদি বুর্জোয়া শ্রেণির জন্য করতেন তাহলে বুর্জোয়ারা তাঁকে শতাব্দী নয়, আজ পর্যন্ত জন্মানো শ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন বলে ঘোষণা করতো। হাওয়ার্ড স্মিথ লিখছেন— এই শতাব্দী প্রথম অর্ধ অংশে দুনিয়া বদলানোর জন্য সবচাইতে বেশি যিনি কাজ করেছেন তিনি হলেন স্টালিন।

প্রাণিসম্পদ দপ্তরের আধিকারিককে স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৭ ডিসেম্বর : বকেয়া সামানিক ও উৎসাহ ভাতা প্রদানের দাবিতে কালনা-২ প্রাণীসম্পদ আধিকারিককে স্মারকলিপি দিলেন প্রাণী সম্পদ দপ্তরের কর্মীরা। এই কর্মীদের মধ্যে রয়েছেন প্রাণীবন্ধু, প্রাণীসেবী, প্রাণীমিত্ররা। স্মারকলিপি দেওয়ার সময় দপ্তরের সামনে প্রাণীসম্পদ দপ্তরের কর্মীরা ধন্য বসেন। তাদের দাবি গত জুলাই মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ মাস তাদের সামানিক ও উৎসাহ ভাতা বন্ধ হয়ে আছে। তাদের পক্ষে স্বাভাবিক জীবন যাপন করা খুবই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। নতুন করে বহু প্রকল্পের কাজ এসেছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের বকেয়া পরিশোধ করা হচ্ছে সেই কাজ করা সম্ভব হবে না।

২১ ডিসেম্বর জে. ভি স্টালিনের জন্মদিন। স্টালিনকে নিয়ে নানান কুৎসা ও অপপ্রচার সত্ত্বেও তিনি স্ট্যালিন। জে. ভি স্ট্যালিন, কেউ বলতেন মার্শাল স্টালিন। তবে স্টালিন নামেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, শোষকরা মৃত্যুভয় দেখে। তাই তাঁর মৃত্যুর ৭টি দশক অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদীরা স্টালিনের ভূত দেখে। সাম্রাজ্যবাদ বনাম সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্বই এখন প্রধান কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্বগুলির অন্যতম। স্বাভাবিকভাবে স্টালিন-এর বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচারই হলো সাম্রাজ্যবাদ বনাম সমাজতন্ত্রের লড়াইয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেমন আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা শূন্য হয়েও অন্ধ আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। এখনও ৩৪-এর ভূত তাড়া করে বেড়াচ্ছে চরম হিন্দুত্ববাদী নরম হিন্দুত্ববাদী সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটেছে। আক্রমণ শাণিত হয়েছে স্টালিনের বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অবিরাম নিরন্তর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। স্ট্যালিনকে নিয়ে সমালোচনার শেষ নেই। তবু হীরেন মুখার্জীর কথায়—“হাতির দাঁতে খুঁত, তবু হাতির দাঁত।”

আজও সর্বহারার এই মহান পথপ্রদর্শক ও শিক্ষক দুনিয়ার শোষকদের আতঙ্কিত করে চলেছেন। স্ট্যালিনকে নিয়ে যা কুৎসা ও অপপ্রচার তার জবাব দেওয়ার জন্য এই লেখা নয়। স্টালিন মানে নতুন সভ্যতার স্বপ্ন, শোষণ বঞ্চনার মুক্তি।

চার্লিল তাঁর মেমোয়ার অব সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার গ্রন্থে স্টালিনকে নিয়ে লিখতে গিয়ে লিখেছেন—

অ্যাসলো রুশ চুক্তি স্বাক্ষর করতে আমি মস্কো গিয়েছিলাম। মস্কো ছাড়ার একদিন আগে হঠাৎ আমার ঘরে স্টালিন ও মলটোর হাজির হলেন।

স্টালিন বললেন, লড়াই অনেক হলো, একটি ভালো চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। আপনি তো কাল চলে যাবেন, আমরা একটু মস্তি করি, চলুন আমার বাড়িতে। চার্লিল লিখেছেন—রাশিয়ার মহান একনায়ক নিজের বাড়িতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ দিচ্ছে নিশ্চয়ই কিছু ভালো জিনিস দেখতে পাবো।

স্ট্যালিন বললেন, আপনাকে কোনো প্রহরী নিয়ে যেতে হবে না, আমার সঙ্গে প্রহরীরা তো আছে। আপনি একাই চলুন। ক্রেমলিন-এর ভিতরে যাচ্ছি, প্রহরীরা অভিবাদন জানাচ্ছে। একটু পরেই একটি ছোট হলুদ রঙের দ্বিতল বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল।

বাংলার মনীষীদের উপর হিন্দুত্ববাদীদের লাগাতার আক্রমণ : দ্বি-মাত্রিক রাজনীতিকে চাঙ্গা করার অপচেষ্টা

দেবাশিস মণ্ডল

ইদানিংকালে দেখা যাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী শক্তি ক্রমাগতভাবে বাঙালি মনীষীদের অবজ্ঞা করছে, ও তাঁদের সম্পর্কে কৎসা করে চলেছে। আর তৃণমূলপন্থীরা ঢাকঢোল পিটিয়ে তার বিরোধিতা করে সকলের নজর কাড়তে সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু কেন তারা এই ধরনের আচরণ করছে? কৃষ্টি ও সংস্কৃতিগত চর্চায় বাংলা সুদীর্ঘকাল ধরে তার ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তার সফলতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বেগম রোকেয়া, নজরুল ইসলাম, প্রশান্তচন্দ্র মহালানবীশ, অমর্ত্য সেন, অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক প্রমুখ সেই মনন ও মেধা চর্চার ফসল। বাংলায় সুদীর্ঘকাল ধরেই হিন্দু ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা পাশাপাশি বসবাস করছে। বিবেকানন্দের মতো ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিও অসাম্প্রদায়িক ও মানবতার কথা বলেই বিশ্বের দরবারে ভারতের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছেন।

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পরে চরম বেকারত্ব, ও আশাভঙ্গ সত্ত্বেও আপামর বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের নেতৃত্বে তার সেই মজ্জাগত ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। প্রগতিশীল বামপন্থী শক্তি যত সংহত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তত কোণঠাসা হয়েছে।

কিন্তু হিন্দুত্ববাদী শক্তি হাল ছাড়েনি। দীর্ঘকাল ধরেই তারা বাংলার যুক্তিবাদী, উদার, ও ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক মনকে বিকৃত ও বিপথগামী করতে সচেষ্ট। কারণ তাদের কর্মসূচিই হল মানবতাবিরোধী, পশ্চাৎগামী এবং সংখ্যালঘুবিরোধী। বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় একাধিকবার বলেছেন, বাঙালিকে ‘রসুন’-এর প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। ‘রসুন’-এর প্রভাব বলতে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ, সুকান্ত ও নজরুলের প্রভাব।

আমরা সবাই জানি, এই তিন জনই বাংলার প্রগতিশীল শক্তির স্তম্ভস্বরূপ। মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ইন্দর সিং পারমার রামমোহন রায়কে ‘ব্রিটিশের দালাল’, এবং ‘ভূয়ো সমাজসংস্কারক’ বলে দাগিয়ে দেন। অর্থাৎ তাঁরা সতীদাহ প্রথা আবার ফিরিয়ে আনতে চান। আসামের বাঙালি-অধ্যুষিত বরাক উপত্যকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটির দুলাইন গেয়ে এক কংগ্রেস নেতা তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন। গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত, এই অজুহাতে আসামের

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কংগ্রেস-এর পুরো জেলা কমিটির বিরুদ্ধে পুলিশি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ ১০ কোটির উপর লোকসংখ্যাসহ পশ্চিমবাংলা ভারতের অংশ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া হিন্দুত্ববাদীদের চোখে দেশদ্রোহিতা। আর এক নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অমর্ত্য সেনকেও হিন্দুত্ববাদীদের মদতে বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য জমি সংগ্রাস্ত ঘটনায় মিথ্যা অভিযোগে নাস্তানাবুদ করেন। পরে অমর্ত্য সেনই কোর্টে জেতেন। এই হিন্দুত্ববাদীরা কয়েক বছর আগে বিদ্যাসাগর কলেজে ঢুকে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙতেও দ্বিধা বোধ করেনি।

হিন্দুত্ববাদীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মনীষী ও যুবসমাজের অবদান সম্পর্কে এতো কম জানেন যে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় স্তোত্র ‘বন্দে মাতরম’-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সংসদে বক্তৃতা দিতে গিয়ে ওই স্তোত্রের রচয়িতা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে ‘বঙ্কিমদা’, বৃটিশ-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে বাংলার যুব সমাজের আইকন মাস্টারদা সূর্য সেন কে ‘মাস্টার সূর্য সেন’, স্বাধীনতা সংগ্রামী পুলিশবিহারি দাসকে ‘পুলিনবিকাশ দাস’ বলে উল্লেখ করেছেন।

অন্যদিকে, টিএমসি নেতৃত্বও স্রেফ ক্ষমতা দখলের রাজনীতি করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গবাসীর মজ্জাগত গরিমার জয়গাটাতেই অন্তর্ঘাত করেন। তাঁরা লোকদেখানো ভঙ্গিতে বিভিন্ন মনীষীদের জন্মদিন পালন করেন। আর সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট বিরাট কাট-আউট ঝুলতে থাকে। এমনকি পাড়ার অনুষ্ঠানগুলিতেও সারা এলাকাজুড়ে স্থানীয় নেতাদের কাট-আউট-এ ছেয়ে থাকে। বাংলার সাংস্কৃতিক ও মনন চর্চার পীঠস্থানগুলি থেকে মনীষীদের দেখানো পথকেই উপেক্ষা করা হয়েছে। তার সঙ্গে চারিদিকে ব্যাপক দুর্নীতি সর্ব ক্ষেত্রে, সর্ব স্তরে। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, ও বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রগুলিতে ব্যাপক রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে, বিভিন্ন স্তরে নির্বাচনকে বন্ধ রেখে এক অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যখন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের এই সরকার সম্পর্কে মোহভঙ্গ ঘটছে তখন তৃণমূল নেতৃত্ব মৌলবাদীদের তোষণ করতে শুরু করল।

কিন্তু এর ফলে দুই মৌলবাদী শক্তিই আরও উগ্র হয়ে উঠল। মসজিদ-এর মোয়াজ্জিনদিকে সরকারি কোষাগার থেকে ভাতা দেওয়া শুরু

হতেই হিন্দু মৌলবাদ চাগিয়ে উঠল; তাদের তুষ্টি করার জন্য দুর্গা পূজা কমিটিগুলিকে প্রত্যেক বছর অনুদান দেওয়া শুরু হল। অথচ এরকম অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট ধর্মগুলির ভক্তদের করার কথা। অন্যদিকে, অর্থাভাবে রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ও গবেষণার কাজ নিম্ন থেকে নিম্নতর হচ্ছে।

সুতরাং আদর্শগতভাবে, এই দুই আপাতবিরোধী রাজনৈতিক শক্তিই বাংলার ঐতিহ্যগত কৃষ্টির পরিপন্থী। হিন্দুত্ববাদীরা মুখ খুললেই তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার বোঝা যায়। আর তৃণমূলীরা আদর্শগতভাবে দেউলিয়া; মুখে যাই বলুক, যেন তেন প্রকারেন ভোট বাক্স ভর্তি করতে গিয়ে তারা বাংলার বৌদ্ধিক চর্চার ভিত্তিমূলেই আঘাত করেছে। বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজসহ অন্যান্য সকল স্তরের মানুষ কম-বেশি তাঁদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। মৌলবাদকে তুষ্টিকারী এই দুই দল কখনও চায় না প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদী শক্তি পশ্চিমবঙ্গে আবার মাথা তুলে দাঁড়াক। তাই দু’পক্ষের এই হাস্যকর কবির লড়াই-এর খেলা, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে দ্বি-মাত্রিক রাজনীতিকে টিকিয়ে রাখার অপচেষ্টা।

তৃণমূল যখন নজিরবিহীনভাবে সর্বপ্রকার দুর্নীতি ও অত্যাচারের কারণে জনমানসে ধিকৃত ও কোণঠাসা তখন হিন্দুত্ববাদীরা বাংলার মনীষীদের উপর তীব্র আঘাত হানছে যাতে তৃণমূল তার প্রতিবাদ করার মাধ্যমে তার ধুলায়-লুটানো ইমেজকে একটু চকচকে করতে পারে। তাদের দুজনের-ই মূল উদ্দেশ্য যাতে বাংলার প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি ক্ষমতার কাছাকাছি না আসতে পারে।

আর জি কর হাসপাতালের মহিলা ডাক্তারকে ধর্ষণ ও খুন-এর ভয়ঙ্কর ঘটনা বা এস-এস-সি দুর্নীতির মামলা দেখিয়ে দিল কীভাবে টিএমসি-র বিপদের সময় বিজেপি পাশে এসে দাঁড়ায়। আবার দিল্লীতে রাজ্যসভায় বিজেপি যখন বিল পাশ করানোর সময় বিপদে পড়ে তখন টিএমসি-র সাংসদরা অনুপস্থিত থেকে বিজেপি সরকারের জনবিরোধী বিলকে আইনে পরিণত করতে সাহায্য করেন। বিকৃতমনস্ক হিন্দুত্ববাদী সংগঠন আরএসএস চায় সিপিএম-কে আটকানো হোক, বিজেপি নয় টিএমসি-কে এই রাজ্যে ক্ষমতায় থাকুক।

বিজেপি এবং টিএমসি-র এই নকল যুদ্ধ দু পক্ষের ভাড়াটে মিডিয়া এমন কারসাজি করে জনগণের সামনে হাজির করে যাতে মানুষ তাদের গোপন আঁতাতটা বুঝতে না পারে। কিন্তু মানুষকে চিরকাল বোকা বানিয়ে রাখা যায় না। আজ আধিকাংশ মানুষ তাদের এই গোপন ঘৃণ্য রাজনীতিটা বুঝতে পারছেন।

প্রশাসন ২১ জন প্রান্তিক কৃষকের জমি ফেরালো

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ ডিসেম্বর : শেষ পর্যন্ত ২১ জন প্রান্তিক কৃষককে তাদের জবরদখল হয়ে যাওয়া জমি ফিরিয়ে দিল কালনা প্রশাসন। জমির দখল পেয়ে এদিন খুশিতে জমিতে ট্রাক্টর নামিয়ে চাষাবাদ শুরু করেন কৃষকরা। উল্লেখ্য ২০০২ সালে সরকারিভাবে পাট্টা পাওয়া ২১ জন প্রান্তিক কৃষককে তাড়িয়ে তাদের জমি দখলের চেষ্টা করে একদল জমি মাফিয়া। উদ্দেশ্য সেই জমি দখল করে সেখানে প্রোমোটোরারাজ কায়ম করা। যদিও কৃষকদের অভিযোগের ভিত্তিতে সবকিছু তদন্ত করে দেখার পর চলতি বছরের আগস্ট মাসে উৎখাতের মধ্যে পড়া প্রান্তিক কৃষকদের পক্ষেই নির্দেশ জারি করেন একজন সরকারি আধিকারিক। তাতে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয় চলতি বছরের আগস্ট মাসের ২১ তারিখে ওই জমিতে প্রান্তিক কৃষকদের পুনরায় চাষ করার ব্যবস্থা করতে হবে। ঘটনাটি কালনা ২ ব্লকের কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহাপুরের। এই গ্রামে ২০০২ সালে কল্যাণপুর মৌজার ৫.৬ একর খাসজমি ২১ জন সংখ্যালঘু ও আদিবাসী পরিবারকে পাট্টা দেওয়া হয়। সেই থেকেই তারা চাষাবাদ করে আসছেন। কিন্তু চলতি মাসের



এপ্রিল মাসে হঠাৎ একদল স্বার্থম্বেষী মানুষ ওই মাঠে চাষাবাদ করতে বাধা দেয় কৃষকদের। চাষের জমিতে অত্যাচার শুরু করা হয়। এইসব অত্যাচারের মধ্যেই কৃষকরা তাদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে সরকারি দপ্তরগুলিতে যোগাযোগ স্থাপন করে। তারই ভিত্তিতে তদন্ত করে গত ১৩ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে কালনা মহাকুমা শাসক শুভম আগরওয়াল একটি নির্দেশিকা জারি করেন। যার মেমো নম্বর হলো--৬২৪ (৩) জেনারেল/কালনা। তাতে কালনা মহকুমা পুলিশ অফিসারকে নির্দেশ দেওয়া হয় আগামী ২১ সে আগস্ট বেলা ১২ টার সময় উৎখাত হওয়া কৃষকদের জমিতে চাষ করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এই নির্দেশ জারি করার পর বিভিন্নভাবে উৎপাত শুরু হলে দখল দেওয়ার প্রক্রিয়াটা পিছিয়ে যায়। শেষে ১৫ই ডিসেম্বর সেই নির্দেশ রূপায়িত হয়।

জনস্বাস্থ্য প্রচার কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে শিবশঙ্কর সেবা সমিতি



নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৮ ডিসেম্বর : শ্রমজীবী মানুষের কাছে চিকিৎসা এবং ওষুধ—দুটিই দুর্মূল্য। ক্রমশ এর খরচ নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। অথচ বিভিন্ন কারণে রোগ অসুখ ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। শহিদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতি জনস্বাস্থ্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে “আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের হাতে” এই শ্লোগান-কে বাস্তবায়ন করতে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে, গ্রামাঞ্চলে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে রোগের ও স্বাস্থ্যের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করতে। বাড়িতে অত্যন্ত অল্প খরচে পুষ্টিকর খাবার তৈরি করা বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সম্পর্কে ছাপানো চার্ট প্রত্যেককে দেওয়া হয়। ১৭ ডিসেম্বর ভাতাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই ধরনের এক স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ডাঃ গীষ্মতি চক্রবর্তী, ডাঃ স্বপন বণিক, ডাঃ দিব্যেন্দু রায় প্রায়

২০৫ জনের স্বাস্থ্য ও চোখের চিকিৎসা করেন। প্রয়োজনীয় ওষুধও দেওয়া হয়। ১৩৫ জনের চোখের চিকিৎসা হয়, এর মধ্যে ৬৮ জনকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এছাড়াও ৬৭জনের ব্লাড সুগার পরীক্ষা হয়। এই কাজে সহযোগিতা করেন বি এ্যান্ড এইচ ফার্মা-র অমর পাল ও আকাশ মণ্ডল, ম্যানকাহিউ ফার্মার কৌশিক হালদার এবং মাইক্রো ল্যাব-এর সৌরভ চক্রবর্তী ও অমিত গোস্বামী।

এই কর্মসূচিতে সম্পাদক সম্বরণ প্রামাণিক, সমীর তরফদার, শিক্ষাবিদ অরিন্দম কোণ্ডার, পার্থ গোস্বামী, নীল মাধব নন্দী, অঞ্জন গাঙ্গুলী বিল্টু নাগ উপস্থিত ছিলেন। এলাকাবাসী ও সমাজকর্মী রিয়া পাইন, বিশ্বজিৎ হাজরা, ইন্দ্রজিৎ হাজরা, জগন্নাথ হাজরা এই স্বাস্থ্য শিবির পরিচালনায় সহযোগিতা করেন।

গলসীতে বিজ্ঞান মঞ্চের দাওয়া বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ১৯ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ কৃষকের পাশে দাঁড়াবার উদ্দেশ্যে কৃষকের উঠানে বসে কৃষি পরিকল্পনা করবে। তাঁদের সমস্যার কথা শুনে এবং সমাধান করার জন্য ব্লক ও জেলাস্তরে নিযুক্ত কৃষি বিজ্ঞানীদের সাহায্য নেবে। কৃষিজীবী, প্রাণীপালক, মৎস্যজীবী ও দুগ্ধচাষীদের সাথে কৃষিবিজ্ঞানীসহ বিজ্ঞান কর্মীরা অংশগ্রহণ করে পরিকল্পনা রচনা করবেন।

সেই কর্মসূচি অনুযায়ী খানোতে ২টি, পিলগ্রামে ১টি, জয়কৃষ্ণপুরে ১টি ও গলসী চৌমাথায় একত্রে ৩টি, মোট ৭টি পরিবারে আয়োজিত হলো ‘দাওয়া বৈঠক’। বেলা ৪টে থেকে রাত্রি প্রায় সাড়ে ৯টার মধ্যেই ও অঞ্চলে আয়োজিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মোট ৩৫ জন। বিশেষজ্ঞ রূপে উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিজ্ঞানী তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা কৃষি উপসমিতির আহ্বায়ক সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় এবং রাজ্য কৃষি উপসমিতির সদস্য রামপ্রণয় গাঙ্গুলী। এছাড়াও সংগঠক শেখ জিকরিয়া, গৌতম গাঙ্গুলী তরুণ গাঙ্গুলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞানের আলো/প্রতি ঘরে জ্বালো-র প্রয়োগ চলতে থাকবে জেলাজুড়ে।

—দুয়ের পাতার পর

সংগঠক নিরুপম সেন

গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন আজও তা ভোলা যায় না। আমাদের মতো ফাঁকিবাঙ্গদের কিভাবে পড়াশুনার প্রতি বিশেষ আগ্রহ তৈরি করা যায় তার প্রতি বড় নজর ছিল নিরুপম সেন-এর, সুধাংশু দাশগুপ্ত-এর নির্দেশে যখন ‘দেশহিতৈষী’ পত্রিকাতে মার্কসীয় অর্থনীতি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতো, প্রায় প্রতি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর নানা প্রশ্ন করতেন। সেই সময় আমাদেরও কাজ ছিল দেশহিতৈষী পত্রিকা ন্যাশনাল বুক এজেন্সিতে এলে প্রথমেই ওই পাতাটা ভালো করে পড়া। তথ্যগতভাবে সমৃদ্ধ এই মানুষটি ছিলেন একজন প্রকৃত সংগঠক। কমিটির নিয়মিত সভা, অজস্র সাধারণ সভা সমাবেশ—সবক্ষেত্রেই তাঁর ভীষণ রকমের আকর্ষণ ছিল। অনেকটাই ছিলেন প্রচার বিমুখ, বলা যেতে পারে ৮৭ সালের আগে কর্মী ছাড়া সাধারণ জনগণের মধ্যে বিনয় কোণ্ডার, রামনারায়ণ গোস্বামী, মহবুব জাহেদীর মতো তাঁর

পরিচিতি বেশি ছিল না। আত্মগোপনকালে ‘হরিদাস’ নামটা কাটাতেই প্রায় পাঁচ বছর লেগেছিল। ‘৭৪ সালের ঘটনা, মনে হচ্ছে যেন সেইদিন, রায়না থানার বৈদগাছা গ্রামে একটা সভা করে নিরুপমদার সাথে নদীর বালি দিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। আমরা দুজনেই বর্ধমান শহরে যাব। সূর্য তখনও অস্ত যায়নি, একটু অন্ধকার দরকার ছিল তাই নদীর বালিতে এক ঘণ্টার মতো অপেক্ষা করলাম। নদীর বালিতে আসতে আসতে এবং এক ঘণ্টার অপেক্ষায় অনেক ঘটনা বললেন, সবটাই ছিল একজন কর্মীকে উদ্বুদ্ধ করা এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য। সেসব কথা আজও অনেকটাই মনে আছে। আজ তাঁর ছবিটা দেখলে অনেক কথা মনে পড়ে যায়। তাঁরই শিক্ষা অনুযায়ী কর্মী গড়ে তোলার মতো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা করেছি। তাঁর মতো কতটা পারলাম তা নিজের মধ্যেই আপাতত থাক। তবে আত্মবিশ্লেষণ একদিন করতেই হবে।

খসড়া ভোটের তালিকা প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান জেলায় ২৩টি ব্লকের খসড়া ভোটের তালিকা প্রকাশ করলেন জেলা শাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক আয়েশা রাণী এ। সর্বদলীয় বৈঠকে জেলা নির্বাচন আধিকারিক খসড়া ভোটের তালিকা প্রকাশ করেন। এবং সেই তালিকা শাসক দল বিরোধী দল সহ অন্যান্য দলের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেন। দেখা যায় পূর্ব বর্ধমান জেলায় ২ লক্ষ ৮ হাজার ৭৫ জন ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত, পূর্ব বর্ধমান জেলায় ৪১,৭৮,৬৯৫ জন ভোটারের মধ্যে ৩৯,৭০,৬২০ জন ভোটার তাদের গণনা ফর্ম জমা

দিয়েছেন। এরপর ১৬ ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত দাবি এবং আপত্তির সময়কালে তথ্যের ভিত্তিতে প্রকৃত ভোটের তালিকা প্রকাশ করা হবে। পূর্ব বর্ধমান জেলার নির্বাচন আধিকারিক আয়েশা রাণী এ জানান, ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত খসড়া ভোটের তালিকা প্রকাশ ৪,৫০৬টি ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত ১৬টি ই.আর.ও., ১৬১ এ.ই.আর.ও এবং বি.এল.ও-এর সমন্বিত প্রচেষ্টার ফল। স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁদের সহায়তা করেছেন। ৮টি প্রধান রাজনৈতিক দলের মার্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা, তাদের জেলা সভাপতিরাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, এবং তাদের দ্বারা নিযুক্ত ১১,৭০৪ জন বুথ লেভেল এজেন্ট ছিলেন।

পদযাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু বইমেলা



নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২১ ডিসেম্বর : বর্ণাঢ্য পদযাত্রা মধ্য দিয়ে থেকে কালনা পঞ্চম বর্ষ বইমেলা শুরু হলো। একপেরিয়া রাইস মিল প্রাঙ্গণে এই মেলা চলবে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ৬৫টি বিভিন্ন নামি দামি বুক স্টল ছাড়াও থাকছে প্রদর্শনী, হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও রকমারি স্টল, কুইজ, অঙ্কন, আবৃত্তি, কবিতা পাঠ, নৃত্য, সাহিত্য আলোচনা সহ নানা সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠান। ছাত্র যুব ও বিশিষ্ট নাগরিকদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই বইমেলায় আহ্বায়ক সূত্রত পাল বইমেলা করার লক্ষ্য ব্যাখ্যা করেন। বইমেলায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন, রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক অমর মিত্র, দেবপ্রসাদ বাগ, রিনা ব্যানার্জি, শম্ভু আগরওয়াল প্রমুখ। এর আগে বইমেলা উপলক্ষে ১০৪ জন রক্তদান করেন।

শীত পড়তেই চুপি পাখিরালয়ে পর্যটক



নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২১ ডিসেম্বর : শীত পড়তেই চুপি পাখিরালয়ে পর্যটকদের আগমন শুরু হয়ে গেছে। তাদের আনানগোনা অব্যাহত থাকবে গোটা শীতকাল। পর্যটকদের আগমনের উদ্দেশ্য পরিযায়ী পাখি দেখা। পূর্বস্থলীর ছাড়ি গঙ্গায় অসংখ্য পরিযায়ী পাখি শীতের মরশুমে আসতে শুরু করে। চুপি চরকে ঘিরেই বামফ্রন্ট সরকার আশির দশকে গড়ে তোলে পাখিরালয়। পাখি দেখার জন্য গড়ে তোলা হয় ওয়াচ টাওয়ার, কটেজ,

রাত্রিবাসের জন্য গেস্ট হাউস। সেই সময় থেকেই পর্যটকদের আনানগোনা শুরু হয়। নদীবক্ষে একেবারে কাছে গিয়ে পাখি দেখার জন্য স্বল্প মূল্য নৌকা ভাড়া পাওয়া যায়। তাই নৌকাকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে স্থানীয়দের কর্মসংস্থান। তাছাড়া অতি মনোরম পরিবেশে পিকনিক করার আকর্ষণ কম নয়। আছে গার্ডেন, আছে বাচ্চাদের খেলা করার নানা উপকরণ। তাই চুপি পাখিরালয় দেখতে পর্যটকদের ভিড় দিনের পর দিন ক্রমবর্ধমান।

রত্না রশীদ

একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারি না বলেই কাউকে বোঝাতেও পারি না। কথাটা এই যে, নিজের জন্মস্থান—দেশ ছেড়ে অন্য কারো দেশে আস্তানা গেড়ে বসটা কেন মানুষ খুব বাহাদুরির কাজ বলে মনে করে। এর পক্ষে-বিপক্ষে শত সহস্র মত রয়েছে যেমন প্রতিটি বিষয়েই থেকে থাকে। গ্লোবাল ভিলেজের ধারণা সবারই এখন আছে। এটাও জানি ‘মা’ মানেই সম্মানীয়া। তাতে কিন্তু নিজের ‘মা’-এর গুরুত্ব হারিয়ে যায় না। মামিমা, মাসিমা, পিসিমা, কাকিমা-এর মতোই সংমা-ও ‘মা’-ই। কেবল নিজের মায়ের কোনো প্রেক্ষিত নেই। লাগে না। নিজের দেশ-মাটিও ঠিক একই রকম—কেবলই ‘মা’টি। তাকে নাম দিতে হয় না, ‘দেশ’

বাহানবর্তী (২২)

বললেই সম্পূর্ণ অর্থবহ। ‘মা’ বলতে যেমন কেবল কোনো বিশেষণ ছাড়াই নিজের ‘মা’টিকেই বুঝি, নিজের ‘দেশ’ জন্মভূমিও ঠিক তেমনটিই—অবিকল। এর কোনো প্রাকৃতিক বিকল্প নেই। এতকাল কোনো কাগজপত্র—প্রমাণপত্র ছাড়াই মানুষ নিশ্চিত্তে নিজের জন্মভূমিতে বংশপরম্পরায় বসবাস করে এসেছে। কিন্তু ক্রমশ সভ্যতা—জীবন জটিল হয়ে পড়ায় এখন মানুষের কাণ্ডজে প্রমাণপত্রই হলো সশরীর উপস্থিতির চেয়েও বেশি সত্যি। প্রমাণ-নির্ভর প্রাণ। প্রমাণ রইলো তো তুমি বর্তমান, নইলে স্টান দাঁড়িয়ে থাকলেও তুমি ‘নেই’। জনবসতি থেকে কলার ধরে টেনে তুলে তোমাকে নির্বাসিত করা হবে রাষ্ট্রীয় খোঁয়াড়ে। পশুর মতো একত্রে হাজার জনের অস্বাস্থ্যকর ও অমানবিক খাওয়া থাকা শৌচাগারের

ব্যবস্থা। অসুখ হলে তা একরকম আশীর্বাদ। তাড়াতাড়ি পরপারে চলে যেতে পারবে। অন্যথায় ক্ষিধে, ব্যাধি, সংক্রামক খোসপাঁচড়া নিত্যদিনের যন্ত্রণার সাথী। একা হলে মানুষ সব কষ্ট সহ্য করে নেয়, চোখের সামনে পরিবারের শাস্তি নরকযন্ত্রণার চেয়েও বেশি। এই হলো অত্যাধুনিক সভ্য রাষ্ট্রীয় সিস্টেম। এতো কষ্ট সহ্য করার ঝুঁকি নিয়েও মানুষ ভিনদেশে পাড়ি দেয় অন্যের মাকে ‘মা’ বলে ডাকে। বহুবিধ কারণ আছে জানি। তবু মনে হয় নিজের দেশটুকু গড়ে পিটে নিলে, শত কষ্ট সহ্য করতে হলেও, মায়ের সন্তান হিসেবে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা সম্মানের। আর সুখের চেয়ে সম্মান চিরকালই শ্রেয়। এটা মানুষ যতো তাড়াতাড়ি বুঝে নিতে পারবে, ততোই তার ও সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক। (চলবে)

পূর্বস্থলীর ঘনিষ্ঠ সিপিআই(এম) দরদীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৯ ডিসেম্বর : সিপিআই(এম)-এর পূর্বস্থলী ২ এরিয়া কমিটি এলাকার ঘনিষ্ঠ পার্টি দরদী নজরুল হক শেখ (৭৫)-র জীবনাবসান হয়েছে। তাঁকে নবদ্বীপের প্রতাপনগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসা শুরু হওয়ার পর আজ সকাল ৮ টা ৪০ মিনিটে নাগাদ তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ প্রথমে সুলুফুতে অবস্থিত সিপিআই(এম)-এর এরিয়া কমিটির দপ্তর হয়ে নপাড়া গ্রামে তার বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান, সূত্রত ভাওয়াল, রাজেন্দ্র ঘোষ, রণজিৎ মাহাত, ঝুমা দত্ত, নির্মল দে সহ সিপিআই(এম) কর্মীরা। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক বিন কাসিম শেখ, প্রদীপ কুমার সাহা প্রমুখ।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে

—প্রথম পাতার পর

এরিয়া কমিটির উদ্যোগে নীলপুর অঞ্চলে মিছিল হয়। সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অপূর্ব চ্যাটার্জী, অনিবার্ণ রায় চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে রাজবাড়ি সংলগ্ন ভেড়িখানা রবীন্দ্র মূর্তির সামনে সভা করে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সন্তোষ পাল, কবিতা পাঠ করেন স্বর্গচাঁপা সরকার গোস্বামী, রমাকান্ত পাঁজা, সৃজন গোস্বামী, নাসিবুর রহমান। সঙ্গীত পরিবেশন করেন পূজন সেনগুপ্ত, বিবেকানন্দ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মিনতি গোস্বামী।

অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীর কর্মবিরতির পথে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৯ ডিসেম্বর : দীর্ঘদিন ধরে দাবিদাওয়া জানালেও তা পূরণ না হওয়া এবং তার পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদনে সাড়া না দেওয়ার প্রতিবাদে আগামী ২৩ ডিসেম্বর থেকে লাগাতার কর্মবিরতির ডাক দিল পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী (কন্ট্রাক্টুয়াল) ইউনিয়ন। ১৯ ডিসেম্বর বর্ধমান পুরসভায় এই সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য পাপিয়া দত্ত চক্রবর্তী জানিয়েছেন, সুডার অধীন সিবিপিএইচসিএস এবং ইউপিএইচসিএস স্কিমের ৫৪টি ক্যাটাগরির কর্মীরা বারবার তাঁদের সমস্যা নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যকর্মীর সাক্ষাত চেয়েছেন, কিন্তু তাঁদের আবেদনে সাড়া দেওয়া হয়নি। ফলে তাঁদের পেনশন, স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে স্বীকৃতি, বেতন বৃদ্ধি, আপত্তিকালীন সুযোগ সুবিধা সহ একাধিক দাবি আজও উপেক্ষিত। আর তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা আগামী ২৩ ডিসেম্বর থেকে লাগাতার কর্মবিরতিতে যাচ্ছেন।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা মেমারি ২১ ডিসেম্বর : ‘সম্প্রীতির ঐক্য’ সংস্থার উদ্যোগে মেমারির সাতগেছিয়া বাজার এলাকায় প্রতি বছরের মতো এবছরও স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চক্ষু পরীক্ষা, রক্তদান শিবির হয় ও ১৫০ জন দুঃস্থ মানুষকে কঞ্চল দান এবং ১০ জন বাচ্চাদের খাতা পেন প্রদান করা হয়। সংস্থার সভাপতি সেখ আশরাফুল ইসলাম জানান রক্তদান শিবিরে ১০০জন রক্তদাতার রক্ত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। প্রত্যেক রক্তদাতা কে একটি করে গাছের চারা দেওয়া হচ্ছে। বিনা মূল্যে মোট ৩০০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। শিবির উদ্বোধন করেন, সাতগেছিয়া ফাঁড়ির আই সি, বাণী শংকর সিংহ মহাপাত্র।

বেগপুরে প্রয়াত নেতার স্মরণ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ ডিসেম্বর : কালনা-১ ব্লকের বেগপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রয়াত কৃষক ও খেতমজুর আন্দোলনের নেতা প্রয়াত শম্ভু বাগের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াত শম্ভু বাগের স্মৃতিচারণা করেন মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর, বীরেন ঘোষ, ভক্তিময় মুখার্জী, জয়নাল আবেদীন প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন, পার্টি নেতা আলিম শেখ।

—প্রথম পাতার পর

বেড়ি পড়ানো যাবে না

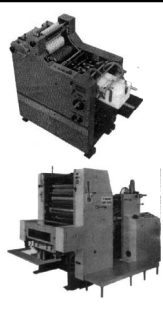
যায়নি। সম্ভ্রাস কবলিত এলাকা দেওয়ানদিঘিতে শহিদ প্রদীপ তা, কমল গায়ন নগর সমাবেশে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। শোষিত, বঞ্চিত আয়রন মিল শ্রমিকরা দলে দলে আসেন। পালা পরিবর্তনের পর এলাকার কলকারখানায় এই শ্রমিকদের ওপর শোষণ, অত্যাচার নেমে আসে। এদেরকে বুক দিয়ে রক্ষা করতে গিয়ে মালিক শ্রেণির পোষা গুণ্ডাদের হাতে খুন হন প্রদীপ তা ও কমল গায়ন। ভীত, সন্ত্রস্ত মানুষ এদিন মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। সদরের আয়রন স্টিলের শ্রমিক ইকবাল হোসেন জানানেন, পালা বদলের পর আমরা কষ্টে আছি। শাসক দলের নেতারা হুমকি, ধুমকি দিয়ে তোলা আদায় করে। মালিকের সঙ্গে ওরা থাকায় আমাদের মূল্য বাড়ছে না। ওদের ভয়ে শ্রমিকরা সমাবেশে যেতে পারেনি।

সিআইটিইউ রাজ্য সম্পাদক জিয়াউল আলম বলেন দিদি আমাদের খেতে খাওয়া হাত দুটোকে নুলো করে

দিলে। কেনো তুমি ইমাম ভাতা দিলে। মুসলিম হাদীসে বলে হাত পেতে দান নেওয়া হারাম। তুমি হিজাব পরে আমাদেরকে অপমান করেছো। কেন্দ্র জীবন বিমা-কে কোতল করে দিল। সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাকে আত্মানি, আদানীদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এইগুলো দৃষ্টি যোরাতেই ধর্মের শেকল পড়াচ্ছে। এছাড়া এদিন বক্তব্য রাখেন তাপস চ্যাটার্জী, সভার সভাপতি নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

এদিন সমাবেশের আগে রক্তপতাকা উত্তোলন ও মাল্যদান করে সম্মেলনের সূচনা হয়, ৩৬০ জন প্রতিনিধি ও অভ্যর্থনা কমিটির সদস্য সহ ৪০০ জনের ডান্ডা সহ লাল পতাকার মিছিল দেওয়ানদিঘী মোড়ে প্রীতিলাভা মঞ্চে হাজির হয়। মঞ্চের নামকরণ হয় শহিদ তরুণ রায় মঞ্চ। শ্রমকোড-এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের শপথ সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। ১৯ ডিসেম্বর সম্মেলন শুরু হয়, শেষ হয় ২১ ডিসেম্বর।

অনিবার্য কারণবশত এ সপ্তাহে সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পাতা ‘অন্য সংস্কৃতি’ প্রকাশিত হয়নি। আগামী ২৯ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। — সম্পাদক



একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 7908059947 (Fazlul), 8918256074 (Madhu)

E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক